03 SEP 2016

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

কক্সবাজারে শিক্ষামন্ত্রী

গাইড বই থেকে প্রশ্ন তৈরি করা যাবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক, কক্সবাজার ▷

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি বলেছেন, 'গাইড ও নোট বই থেকে কোনোভাবেই প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না, যাঁরা এসব করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাসহ নানা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোচিং নির্ভরশীল শিক্ষকদের প্রশ্ন প্রণয়নে দায়িত্ব দেওয়া হলে সে জন্যও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে হবে।'

গতকাল শুক্রবার কক্সবাজারে হোটেল সি প্যালেসের বলরুমে 'সৃজনশীল পদ্ধতির বাস্তবায়ন পাবলিক পরীক্ষার সংস্কার ও কর্মপন্থা নির্ধারণ' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মশালার শেষ দিন প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) 'আনন্দ ভ্রমণ' নামে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডসহ মন্ত্রণালয়ের শতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন দুই দিনের কর্মসূচিতে। কক্সবাজারে দুই দিনব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করা হলেও জেলার কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং স্থানীয় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বা শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে স্থানীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল এবং কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল শুক্রবার কালের কণ্ঠে 'আবাসিক কর্মশালার নামে আনন্দ ভ্রমণ শিক্ষা কর্মকর্তাদের' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এ প্রসঙ্গে কক্সবাজার জেলার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কক্সবাজার সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম ফজলুল করিম চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শুনেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার কক্সবাজারে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দাওয়াত দেওয়া হয়নি সেখানে।'

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (সেসিপ) উপপরিচালক শিপন দাশ কালের কণ্ঠকে জানান, 'সেমিনারটিতে কক্সবাজারের কাউকে আমন্ত্রণ না জানানোর বিষয়টি সঠিক।' তবে এ প্রসঙ্গে তিনি আর তথ্য জানাননি।

কর্মশালায় আরো বক্তব্য দেন অতিরিক্ত শিক্ষাসচিব (উন্নয়ন) এ এইচ মাহমুদ, সেসিপের যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক মো. আবু সাইদ শেখ, ন্যাশনাল টেক্সট অ্যান্ড কারিকুলাম বুক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা। এ ছাড়া কানাডা ও ব্রিটেনের তিনজন শিক্ষাবিদ ওই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।